মিথ্যার ধ্বংসলীলা

11-October-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারীরা যখন পরস্পর মিলিত হয় فَيُصَافِحُه এবং মুসাফাহা করে وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তি ও পরবর্তি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৩/৯৫, হাদীস নং-২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীসঃ ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যবাদীতা হলো উচ্চ পর্যায়ের মানবীয় গুণাবলীর একটি, সত্যবাদী এর বরকতে সর্বদা সফল হয়ে যায় আর এর বিপরীত মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলে সর্বদা এদিক সেদিক ধাক্কা খেতে থাকে। সত্যবাদীর **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক অর্জিত হয় অন্যদিকে মিথ্যুক ব্যক্তির যদি কোন আশা পূরণ না হয় তবে অভিযোগ অনুযোগ করতে থাকে। সত্যবাদী মানুষের উচ্চ হিম্মত, উন্নত চিন্তা, ব্যক্তিত্ব, তাকওয়া ও ধৈর্যের নির্দশন হয়ে থাকে আর মিথ্যা মানুষকে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে থেকে দূরত্বের কারণ হয়। আজকের বয়ানে আমরা মিথ্যার ধ্বংসলীলা এবং সত্যবাদীতার ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করবো। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও!

এক ব্যক্তি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলোঃ আমি আপনার প্রতি ঈমান আনতে চাই কিন্তু আমি মদ্যপান, কুকর্ম, চুরি এবং মিথ্যার প্রতি আকর্ষন অনুভব করি আর

লোকেরা এটা বলে যে, আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বিষয়গুলোকে হারাম বলেন, আর আমার মাঝে এই সকল বিষয় ছাড়া বাঁচার ক্ষমতা নেই, যদি আপনি এই বিষয়ে রাজি হন যে, আমি এই বিষয়গুলো থেকে যেকোন একটি ছাড়বো তবে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত আছি। **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও! সে এই বিষয়টি গ্রহণ করে নিলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো, যখন সে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে চলে গেলো তখন তাকে মদ পরিবেশন করা হলো, সে চিন্তা করলো যদি আমি মদপান করি আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে মদপান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং মিথ্যা বলে দিই তবে ওয়াদা খেলাফী হয়ে যাবে আর যদি আমি সত্য বলি তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে শাস্তি দিবেন, একথা ভেবে সে মদ পান করা ছেড়ে দিলো, অতঃপর তার কুকর্ম করার সুযোগ আসলো তখন সে মনে মনে ঠিক সেরূপ খেয়াল আসলো, সুতরাং সে এই গুনাহও ছেড়ে দিলো, অনুরূপভাবে চুরির সম্পর্কেও হলো, অতঃপর সে **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন যে, যখন থেকে আমি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলাম তখন আমার উপর সকল গুনাহের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, (এরপর সেই ব্যক্তি সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলো।) (তাফসিরে কবীর, ৬/১৬৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা বলার দৃঢ় অঙ্গীকার করে নিলো তখন সে অনেক কবীরা গুনাহ থেকে বিরত রইলো। জানা গেলো! মিথ্যা হচ্ছে সকল গুনাহের মূল। সকল মন্দ অভ্যাসের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট অভ্যাস। মিথ্যা মুখে বলা হোক বা কাজ দ্বারা প্রকাশ করা হোক সকল অবস্থাতেই নিন্দনীয়। মিথ্যা হচ্ছে, বাস্তবতা বিরোধী কোন কথা বলা। (হাদীকায়ে নদীয়া, ২য় খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করলো: আপনি সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছেন? আর উত্তরে বলে দিলো: জি হ্যাঁ! (অথচ অংশগ্রহণ করেনি), আপনি খাবার খেয়ে নিয়েছেন? আর উত্তরে বলে দিলো: জি হ্যাঁ! (অথচ খাবার খায়নি), তবে তা হলো মিথ্যা, কেননা এটা হলো বাস্তবতা বিরোধী। মিথ্যা বলা এমনই এক মন্দ অভ্যাস, সকল ধর্মেই মন্দ বলে মনে করা হয়, আমাদের প্রিয়

ধর্ম ইসলামে এটা থেকে বিরত থাকার কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে, কোরআনে পাকের অনেক স্থানে এর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে এবং মিথ্যাবাদীর প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র লানতও রয়েছে।

মিথ্যা সম্পর্কিত আয়াতে করীমা

১৭তম পারার সূরা হজ্ব এর ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿۳۰﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো।

১৪তম পারার সূরা নাহল এর ১০৫ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মিথ্যা অপবাদ তারাই রচনা করে, যারা **আল্লাহ**র আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিথ্যা বলা এবং কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া বেঈমানদেরই কাজ। (খাযায়িনুল ইরফান, ১৪ তম পারা, সূরা নাহল, ১০৫ নং আয়াতের পাদটিকা) ইমামুল মুতাকাল্লিমিন, হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা এই বিষয়ের শক্ত দলীল যে, মিথ্যা সকল কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং নিকৃষ্ট কাজ, কেননা মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা অপবাদ লাগানোর অপরাধ সেই ব্যক্তিই করে, যার **আল্লাহ তায়ালা**র নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস নেই বা যে ব্যক্তি অমুসলিম এবং **আল্লাহ তায়ালা**র মিথ্যার নিন্দা সম্পর্কে এরূপ ব্যক্ত করা, খুবই কঠোর হুঁশিয়ারী স্বরূপ। (তাফসীরে কবীর, ৭/২৭২)

ঈমান দূর্বল করে দেয়ার রোগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! বারবার মিথ্যা বলা ঈমানের দূর্বলতার প্রমাণ বহন করে এবং মিথ্যাবাদী লোকের অভ্যন্তরীন বিকৃতির কারণ, মিথ্যা এমন এক রোগ, যা ঈমানকে দূর্বল করে দিয়ে থাকে। মিথ্যার রোগে আক্রান্ত

হওয়ার পদ্ধীতও অভিনব এবং উপলব্দিহীন হয়ে থাকে, মানুষ প্রতিবার মিথ্যা বলতে গিয়ে এটাই ভাবে যে, একবার মিথ্যা বললে কি এমন ক্ষতি হয়ে যাবে। অথচ সমাজের বিকৃতি সাধারণত মিথ্যা বলার কারণেই হয়ে থাকে। মিথ্যাবাদী **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট অনেক বড় মিথ্যুক হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং জাহান্নামে প্রবেশ হয়ে যায়। আসুন! মিথ্যার ধ্বংসলীলা সম্বলিত তিনটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

মিথ্যা ধ্বংসলীলা সম্বলিত তিনটি হাদীসে মুবারাকা

১. ইরশাদ হচ্ছে: সত্য বলা নেকী এবং নেকী জান্নাতে নিয়ে যায় আর মিথ্যা বলা গুনাহ এবং গুনাহ দোযখে নিয়ে যায়। **(মুসলিম. কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ২৬০৭, পৃষ্ঠা- ১৪০৫)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় সত্যবাধীতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে আর নিশ্চয় বান্দা সত্য বলতে থাকে এমনকি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সিদ্দিক অর্থাৎ অত্যধিক সত্যবাদী হয়ে যায়। আর মিথ্যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এবং গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় আর নিশ্চয় বান্দা মিথ্যা বলতে থাকে, এমনকি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট কাজ্জাব অর্থাৎ অত্যধিক মিথ্যাবাদী হয়ে যায়।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১২৫, নম্বর-৬০৯৪)

৩. **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ কোনটি? ইরশাদ করলেন: মিথ্যা বলা, যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন গুনাহ করে এবং যখন গুনাহ করে তখন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যখন অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন জাহান্নামে প্রবেশ করে নেয়। **(আল মুস্তাদরিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৫৮৯, নম্বর-৬৬৫২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মিথ্যা কিরূপ মারাত্মক রোগ। মানুষ সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকার কারণে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট অনেক বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে কেউ কখনোই এরূপ চাইবে না যে, আমাদের নাম থানায় অপরাধীদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকুক এবং যদি এরূপ হয়ে যায় তবে আমাদের দিনে শান্তি এভং রাতের ঘুম ও প্রশান্তি নষ্ট হয়ে

যাবে। চিন্তা করুন! যখন অপরাধীর তালিকায় নিজের নাম দেখতে কেউ পছন্দ করবে না তবে মহান প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট যদি কাউকে মিথ্যুকদের তালিকায় দিয়ে দেয় এবং সর্বদা মিথ্যা বলার কারণে তাকে কাজ্জাব অর্থাৎ অনেক বড় মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ করে দেয়, একজন মুসলমানেরও তা পছন্দ হওয়া উচিৎ নয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ জানে যে, অমুক রাস্তায় প্রতি কদমে কদমে বিপদ, এই পথে যাওয়াতে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতিও হতে পারে, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া পরিহার করবে, কিন্তু আফসোস! আমাদের নিজের দুনিয়া উন্নত করার চিন্তা তো সর্বদা লেগে থাকে, কিন্তু আমরা নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর চেষ্টা থেকে একেবারেই উদাসীন, আমরা জানি যে, মিথ্যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া একটি বিপদজনক রাস্তা, কিন্তু আমরা সকল বিপদকে ভ্রুক্ষেপ করে দ্রুততার সহিত সেই রাস্তায় পরিচালিত হচ্ছি, আফসোস, শত কোটি আফসোস! এখন তো মিথ্যাবাদীরা (**আল্লাহ**র পানাহ!) মিথ্যাকে মন্দই মনে করে না। দুনিয়ায় মিথ্যা বলে কিছু টাকার উপকার সাধন করা ব্যক্তিরা, মিথ্যা কৌতুকের মাধ্যমে অপরকে হাসানো ব্যক্তিরা, মিথ্যা স্বপ্নের কথা শুনিয়ে অপরের মনকে নাড়া প্রদানকারীরা, নিজের নামের সাথে মিথ্যা উপাধী লাগিয়ে সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ কারীরা মনে রাখবেন, মৃত্যুর পর মিথ্যার আযাব কখনোই সহ্য করা যাবে না।

মিথ্যুক ব্যক্তির অর্জিত আযাব

নূরের আধার, সকল নবীদের সর্দার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো এবং বললো: চলুন! আমি তার সাথে চলা শুরু করলাম, আমি দু'জন মানুষকে দেখলাম, তাদের মধ্যে একজন দাঁড়ানো এবং অপরজন বসা ছিলো, দাঁড়ানো ব্যক্তির হাতে লোহার সাঁড়াশি (লোহার পেরেক বের করার যন্ত্র) ছিলো, যেটা দিয়ে সে বসা ব্যক্তির এক চোয়ালে ঢেলে তা মাথার পেছনের অংশ পর্যন্ত ফুঁড়ে দিতো, অতঃপর সাঁড়াশি দিয়ে বের করে অপর চোয়ালে ঢুকিয়ে দিতো, ততক্ষণে পূর্বের চোয়াল তার আসল রূপে ফিরে আসতো, আমি ডেকে আনা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কে? সে বললো: এটা হলো মিথ্যুক ব্যক্তি, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত এই আযাবই দেয়া হবে।

(মাসাভিল আখলাক লিল খারাইতি, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩১। মিথ্যুক চোর, ১৬ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান হাতেম আছাম বলখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমাদের নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, "মিথ্যুক" দোযখে কুকুরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। "হিংসুক" জাহান্নামে শুয়োরের আকৃতিতে এবং "গীবতকারী" জাহান্নামে বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

(তাম্বীহুল মুগতাররীন, ১৯৪ পৃষ্ঠা) (মিথ্যুক চোর, ১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনায় যেমনিভাবে নিজের মুসলমান ভাইয়ের নেয়ামতকে দেখে হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তি এবং মানুষের গীবতকারীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, তেমনিভাবে মিথ্যাবাদীদের জন্য শিক্ষা বিদ্যমান। যদিওবা মিথ্যা বলে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সফলতা অর্জনকারীরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, কিন্তু কবর ও আখিরাতে আফসোস করে হাত কচলানো ছাড়া তাদের কাছ আর কোন কিছু করার থাকবে না। একটু ভাবুন! দুনিয়াতে দাঁতের ব্যথা সহ্য করতে না পারা ব্যক্তিরা, আখিরাতে চোয়াল বিদীর্ণ করার কষ্ট কিভাবে সহ্য করবে? দুনিয়ায় একটি মশার কামড় দিলে অধৈর্য হয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা, মিথ্যা বলার কারণে কবরে হওয়া আযাবকে কিভাবে সহ্য করবে? আর অনেক তো এমনও রয়েছে যে, মিথ্যুক ব্যক্তি তার মিথ্যার কারণে এই দুনিয়াতেই **আল্লাহ তায়ালার** আযাবে লিপ্ত হয়ে যায়।

মিথ্যুক চোর

এক ব্যক্তি আপন চাচাতো ভাইয়ের (Cousin) সম্পদ চুরি করল, মালিক চোরকে হেরম শরীফে ধরে ফেলল এবং বলল: এগুলো আমার সম্পদ। চোর বলল: তুমি মিথ্যা বলছ। ঐ ব্যক্তি বলল: এমন (মিথ্যা কথা) হলে কসম করে দেখাও। এটা শুনে ঐ চোর (কা'বা শরীফের সামনে) "মকামে ইব্রাহিম" এর পাশে দাঁড়িয়ে কসম করল, এটা দেখে সম্পদের মালিক "রুকনে ইয়ামেনী" ও মকামে ইব্রাহিম এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করার জন্য হাত উঠালেন, আর দোয়া করে হাত নামানোর আগেই, চোর পাগল হয়ে গেল এবং মক্কা শরীফে এভাবে চিৎকার করতে লাগল: আমার কি হয়ে গেল! ও সম্পদের কি হয়ে গেল! এবং সম্পদের মালিকের কি হয়ে গেল! এই সংবাদ **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান

হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট পৌঁছল। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাশরীফ আনলেন এবং ঐ সম্পদ একত্রিত করে যার (সম্পদ) ছিল, ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন আর সে তা নিয়ে চলে গেল। অতঃপর সে চোর পাগলের মত (দৌড়াতে এবং) চিৎকার করতে থাকত শেষ পর্যন্ত একটি পাহাড় থেকে নিচে পড়ে মারা গেল। আর জঙ্গলের জীব-জন্তু তাকে খেয়ে ফেলল।

(আখবারু মক্কাতা লিল আযরাকী, ২/২৬ সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! চুরি করা, মিথ্যা শপথ করা এবং মিথ্যাবাদীর কিরূপ শিক্ষণীয় পরিনতি হলো। তাই আমাদেরও চুরি করা, মিথ্যা শপথ করা এবং বিশেষকরে মিথ্যার মতো নিকৃষ্ট গুনাহ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল প্রকার গুনাহ বিশেষকরে মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য এবং সত্য বলায় অভ্যস্ত হওয়া জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত হয়ে যান। মনে রাখবেন! তরমুজ একটি আরেকটিকে দেখেই রঙ ধরে, তেলকে গোলাপ ফুলের সাথে রেখে দেয়া হলে তবে এর সহচর্যে থাকার কারণে গোলাপি হয়ে যায়, অনুরূপভাবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থাকা ব্যক্তিরা **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়ায় "অমূল্য রত্ন" হয়ে চমকাতে থাকে। যদি আমরাও মিথ্যা, গীবত, চুগলী, সিনেমা নাটক দেখা, দেখানো, গান বাজনা শুনা, শুনানোর মতো মন্দ স্বভাবকে পিছু ছাড়াতে চাই তবে আজই এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত আমলীভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকুন, আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পথে সফর করুন এবং সফলভাবে জীবন অতিবাহিত করা ও নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করতে প্রতিদিন **"ফিক্‌রে মদীনা"** এর মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে যিম্মাদারকে প্রতি মাদানী মাসের ১০ তারিখের

অপেক্ষা না করে প্রথম তারিখেই জমা করিয়ে দেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। এর পাশাপাশি **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা** এবং মাদানী মুযাকারায় নিজেও অংশগ্রহণ করুন এবং অন্যকেও এর দাওয়াত দিতে থাকুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দর্শক নন্দিত ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** নিজেও দেখুন এবং অপরকেও দেখার উৎসাহ প্রদান করতে থাকুন। তাছাড়া যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজেও অংশগ্রহণ করার অভ্যাস গড়ুন। যদি এই মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়ে যায় তবে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো বেশি জাগ্রত হবে, সাহাবা ও আউলিয়াদের মুবারক ফয়েয অব্যাহত হয়ে যাবে, গুনাহের প্রতি মন বিতৃষ্ণা হবে এবং আখিরাতের চিন্তার পাশাপাশি সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করারও মানসিকতা তৈরী হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

১২টি মাদানী কাজের একটি "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, যেমন; ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে মসজিদে উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে ইলমে দ্বীন সম্বলিত মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা** বেনামাযীকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রচার ও সুনাম হয়ে থাকে। ☆ **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**য় করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে, এছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মুবারক চরিত্রের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ান হয়ে থাকে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার নিয়্যত করি।

ইজতিমার বরকতে নেককার হয়ে গেলো

মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) এক ইসলামী ভাই গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত ছিলো, তার স্কুল জীবনের এক ইসলামী ভাই প্রায় তার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসতো, একদিন সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র দাওয়াত দিলো। সে তার দাওয়াতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চলে গেলো, তার অনেক ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সে নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করলো। পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, যার কারণে ঘরের অনেকে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলো কিন্তু মাদানী পরিবেশের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং আশিকানে রাসূলের উত্তম ব্যবহার তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আরো নৈকট্যে এনে দিলো, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রচারকৃত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার আগ্রহ জন্মালো এবং এতে আরো উৎসাহ পেতে থাকলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ভালবাসা বৃদ্ধিকরণ" মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৪টি বিভাগে দ্বীনে ইসলামের বার্তাকে প্রসার করে যাচ্ছে, এরমধ্যে একটি হলো **"ভালবাসা বৃদ্ধিকরণ"** মজলিশ। ✯ **"মাদানী ইন্‌আম নম্বর ৫৫"**কে সাংগঠনিক ভাবে আমলী পদ্ধতিতে অনুসরণ করে পুরোনো ইসলামী ভাইয়েরা যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আসে না, তাদের মাদানী পরিবেশে পুনরায় সক্রিয় করে **"মসজিদ ভরো সংগঠনে"** অন্তর্ভূক্ত করা, তাদের থেকে অগ্রীম সময় নিয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করে দোকান, ঘর বা অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করা, তাদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করানোর মানসিকতা দেয়া, সম্মিলিত ইতিকাফে এবং মাদানী কোর্স সমূহ (আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স ইত্যাদি) করার জন্য উৎসাহ দেয়া, মাদানী কাফেলায় সফর করানো, তাদের ঘরে মাদানী হালকার ব্যবস্থা করা, তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করানো, তাদের আনন্দ, রোগ ও শোক ইত্যাদি সময়ে অংশগ্রহণ করা

এবং বিপদাপদে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার ব্যবস্থা করানো ইত্যাদি এই মজলিশের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। **আল্লাহ তায়ালা "ভালবাসা বৃদ্ধিকরন মজলিশ"**কে আরো উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সত্য বলাতে শুধু এই দুনিয়াতেই অসংখ্য কল্যাণ নসীব হয় না বরং বান্দা মিথ্যার মত গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও বেঁচে যায়। তাই সর্বদা সত্য কথা বলার অভ্যাস গড়ুন এবং মিথ্যা বলার অভ্যাস থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিন। যেমন কঠিন হোক না কেন, বড় মুসিবত আসুক না কেন, কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না এবং সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ায় কল্যাণ নসীব হবে। আসুন! সত্য বলার বরকত সম্বলিত একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি এবং সেটা থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই। যেমনিভাবে-

সত্য বলার কারণে প্রাণ বেঁচে গেলো

বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিন কিছু বন্দীদেরকে হত্যা করাচ্ছিল। একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল: হে বাদশাহ! তোমার উপর আমার একটি হক রয়েছে। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করল: সেটা কি? (তখন সে) বলতে লাগল: একদিন অমুক ব্যক্তি তোমাকে ভাল মন্দ বলছিল তখন আমি তোমার (পক্ষ হয়ে) প্রতিরোধ করেছিলাম। হাজ্জাজ বলল: এর স্বাক্ষী কে? ঐ ব্যক্তি বলল: আমি **আল্লাহ তায়ালার** দোহাই দিয়ে বলছি, যে ব্যক্তি সেই কথোপকথন শুনেছিল সে (যেনো) স্বাক্ষী দেয়। অন্য একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে বলল: হ্যাঁ! এ ঘটনা আমার সামনে ঘটেছিল। হাজ্জাজ বলল: প্রথম কয়েদীকে মুক্ত করে দাও। অতঃপর সাক্ষ্য দাতার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার কিসের বাধা ছিল যে, তুমি এই কয়েদীর মতো আমার (পক্ষ হয়ে) প্রতিরোধ করনাই কেন? ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বলল: বাধা এটাই ছিল যে, আমার অন্তরে তোমার প্রতি পুরানো শত্রুতা ছিল। হাজ্জাজ বলল: তাকেও মুক্ত করে দাও কেননা সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সত্য বলেছে।

(ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান লি ইবনে খালকান, ২/২১১। মিথ্যুক চোর, ২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, সত্যবাদী সর্বদা সফলই হয়, কেননা সত্যবাদীর কোন বিপদ নেই, সে সর্বদা লাভবানই হয়ে থাকে। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ আমাদের সমাজে মিথ্যা একটি বিপদজনক রোগে পরিনত হয়েছে। ছেলে হোক বা মেয়ে, ছোট হোক বা বড়, ধনী হোক বা গরীব, মন্ত্রী হোক বা তার উপদেষ্টা, অফিসার হোক বা কোন চৌকিদার মোটকথা সমাজের প্রায় সবাইকেই এই রোগে আক্রান্ত দেখা যাচ্ছে। দূভার্গ্যজনক ভাবে আজকাল এমন পরিস্থিতিতেও মিথ্যার আশ্রয় হয়, যেখানে সত্য বলাতেও দুনিয়াবী কোন ক্ষতি নেই।

শিশুদেরকে মিথ্যা বলা

এই অবস্থাগুলোর মধ্যে একটি হলো পিতামাতা তার অল্প বয়সী শিশুদের মিথ্যা বলা। সাধারণত দেখা যায় যে, পিতামাতা তার সন্তানদেরকে নিজের কথা মানানোর জন্য বিভিন্ন মিথ্যা বলে থাকে, যেমন; এদিকে আসো বাবা! এটি নিয়ে যাও, আবার চলে যেও, (অথচ কিছু দিবে না) বা ছোট শিশুদের প্রবোধ দিতে গিয়ে এভাবে বলা যে, বাবা, চুপ হয়ে যাও, আমি তোমাকে খেলনা কিনে দিবো (অথচ আসলে কিনে দেয়ার ইচ্ছা থাকেনা)। অনুরূপভাবে কথা না শুনলে তাদের ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যা বলে দেয়। যেমন; তাড়াতাড়ি শুয়ে পরো, নয়তো বিড়াল বা কুকুর আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখবেন! এরূপ সকল প্রকার বাক্য মিথ্যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত এবং বক্তা যেমনিভাবে স্বয়ং মিথ্যার কারণে কঠিন গুনাহগার হচ্ছে, তেমনিভাবে এই ছোট্ট বাক্য শিশুদের চরিত্রেও গভীর প্রভাব পরবে, যার ফলে সে বাল্যকাল থেকেই সত্য শুনা ও সত্য বলা থেকে বঞ্চিত হয়ে মিথ্যা শুনা এবং মিথ্যা বলাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এমন পরিবেশে লালিত পালিত হওয়া শিশু যখনই একটু বুঝতে শিখবে তখন কথায় কথায় মিথ্যা বলতে থাকবে, সুতরাং আমাদেরকে নিজের সন্তানদের সাথেও মিথ্যা না বলা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হেদায়ত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন। আমার মা আমাকে ডাকলেন যে, এসো! তোমাকে কিছু দিবো।

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করলেন: কি দেয়ার ইচ্ছা রয়েছে? তিনি আরয করলেন: তাকে খেজুর দিবো। ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তবে তা তোমার যিম্মায় মিথ্যা লিপিবদ্ধ হয়ে যেতো। (আবু দাউদ, ৪/৩৮৭, হাদীস: ৪৯৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, শিশুদের সাথেও মিথ্যা বলা শরীয়তে অনুমতি নেই, সুতরাং এই পর্যন্ত যে এরূপ করেছে তার দ্রুত তাওবা করে নেয়া উচিৎ এবং সর্বদা সত্য বলায় অভ্যস্ত হওয়া উচিৎ। নিজেও মিথ্যা বলা থেকে বাঁচুন এবং নিজের সন্তানদেরকেও এই মন্দ স্বভাব থেকে বাঁচানোর উপলক্ষ্য তৈরী করুন। তাই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"মিথ্যুক চোর"** রিসালাটি নিজেও পড়ুন এবং আপনার সন্তানদেরকে এই রিসালাটি পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিথ্যা উপাধী লাগানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এখানে কয়েকটি এমন পরিভাষা রয়েছে, যা কোন বিশেষ পদ বা বিশেষ ডিগ্রির (Degree) প্রমাণ বহন করে, কিন্তু ধোকা, প্রতারণা এবং অনেক যথেচ্ছা মিথ্যার কারণে এই পরিভাষা গুলোকে এমন লোকেরাও ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে, যাদের এই ডিগ্রি ও পদের সাথে দূর দুরান্তের কোন সম্পর্ক নেই, যদিওবা কোন সম্পর্ক হয়েও যায় তবুও এই লোকেরা এই পরিভাষা গুলো ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না। সাধারণত ঐ লোক, যাদের ঔষধ সম্পর্কে কিছুটা ধারনা হয়ে যায় বা যারা ডিসপেন্সার (Dispenser) বা কোন ক্লিনিকের হেলপারের কাজ করেছে, তবে তারাও নিজেকে শুধু **'ডাক্তার'** পরিচয় দেয় না বরং নিজের জন্য ডাক্তার শব্দটি ব্যবহার করানোও পছন্দ করে থাকে, অথচ

'ডাক্তার' শব্দটি একটি বিশেষ ডিগ্রিধারীদের নিদর্শন হয়ে থাকে এবং তা ঐ ব্যক্তিই ব্যবহার করতে পারবে যে এর উপযুক্ত। এছাড়া আর কেউ ব্যবহার করা আইনত দন্ডনিয় অপরাধ এবং শরয়ীভাবে একে মিথ্যা বলা হবে। অনুরূপভাবে কিছু ব্যক্তি রয়েছে, তাদের যখন কিছু গাছ গাছালি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয় বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু পদ্ধতি জেনে যায় তবে তারাও নিজের নামের সাথে **"হাকীম সাহেব"** বলতে বা লিখতে খুবই গর্ববোধ করে থাকে। অথচ এটা একেবারেই মিথ্যা এবং ধোকা। অনুরূপভাবে মিথ্যা এতবেশি প্রসার লাভ করেছে যে, অনেক অজ্ঞ ব্যক্তিও ওলামাদের সারিতে ঢুকে যেতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আমাদের এখানে **"মাওলানা"** শব্দটি দ্বীনের জ্ঞান সম্পন্নদের জন্য বলা হয়, কিন্তু দেখা যায় যে, অজ্ঞ ব্যক্তিরা শুধু এই শব্দ নয় বরং এর চেয়েও বেশি **"আল্লামা"** (অনেক বেশি জ্ঞানী) ইত্যাদি শব্দও নিজের জন্য ব্যবহার করতে সামান্যতম দ্বিদাবোধও করে না। অথচ তা একেবারে মিথ্যা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পদ ও প্রসিদ্ধি লাভের সংজ্ঞা ও আপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে পাওয়া বাতেনি রোগ সমূহের মধ্যে একটি খুবই বিপদজনক রোগ হলো **"পদ ও প্রসিদ্ধির লোভ"**, যার অর্থ হচ্ছে সম্মান ও প্রসিদ্ধির আকাঙ্খা করা। (নেকীর দাওয়াত, ৭২ পৃষ্ঠা) আর এই আকাঙ্খাই হলো ফ্যাসাদের মূল। অনেক সময় তা দ্বীনকেও ধ্বংস করে দেয়, তাই এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। একজন মুসলমানের জন্য **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই শিক্ষণীয় বাণীই যথেষ্ট যে, "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না যতটুকু ক্ষতি পদ ও সম্পদ লোভীতা (অর্থাৎ ধন সম্পদ এবং সম্মান ও প্রসিদ্ধির ভালবাসা) মুসলমানের দ্বীনে সাধন করে।" (তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৬৬, হাদীস নং-২৩৮৩) বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো যে, ধন ও সম্পদ এবং সম্মান ও প্রসিদ্ধির ভালবাসায় ধ্বংসই ধ্বংস। এই অপবিত্র রোগের আপদের কারণে হযরত সায়্যিদুনা আবু নাসের বিশর হাফী মারওয়াযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কোন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানি না, যে নিজের প্রসিদ্ধি চায় এবং তার দ্বীন ধ্বংস ও সে স্বয়ং অপদস্থ হয়নি। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪০)

সৈয়দ নয় এমন ব্যক্তির সৈয়দ দাবী করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন! নিজের প্রসিদ্ধি ও সম্মানের আকাঙ্খা করা কিরূপ বিপদজনক রোগ। এই রোগের শিকার অনেক লোক এমনও রয়েছে যে, মানুষের সম্মান পাওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের সত্তাকে পরিবর্তন করতেও দ্বিধা করে না। এই উপমহাদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানে **"সৈয়দ"** শব্দটি এমন মানুষের জন্য বলা হয়, যার বংশীয় ধারা তার পিতার দিক দিয়ে **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। আমাদের এখানে সম্মান ও প্রসিদ্ধি এবং পদ পাওয়ার জন্য অনেক সৈয়দ বংশীয় নয় এমন ব্যক্তিও নিজেকে সৈয়দ বলে থাকে, অথচ এই বিষয়টি আসলে সত্যি নয়।

স্মরণ রাখবেন! নিজের সত্যিকার পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজের পিতা বলা অথবা নিজের বংশ ও সম্পর্ক ত্যাগ করে অন্য কারো বংশে নিজের সম্পর্ক গড়া হারাম ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাওয়ার মতো কাজ। এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা হাদীস শরীফে এসেছে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে নিজের পিতা ব্যতিত অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ৩/৫২, হাদীস নং- ৫)**

উভয় জাহানের সুলতান, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে নিজের পিতা ব্যতিত অন্য কাউকে পিতা বানিয়ে নেয় অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তবে তার উপর জান্নাত হারাম। **(বুখারী, ৪/৩২৬, হাদীস নং- ৬৭৬৬)**

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এ থেকে সেই সব লোক শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা পালিত সন্তানের মন রাখার জন্য নিজেকে তার সত্যিকার পিতা হিসেবে পরিচয় দেন এবং সে সরল মনা সন্তানও তাকে সারা জীবন নিজের সত্যিকার পিতা মনে করে। তার প্রকৃত পিতাকে ইছালে সাওয়াব ও তার জন্য দোয়া করা থেকে

বঞ্চিত থকে। স্মরণ রাখবেন! প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, এবং বিয়ের কার্ড ইত্যাদিতে সত্যিকার পিতার স্থলে পালিত পিতার নাম লিখানো হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। তালাক প্রাপ্ত মহিলা অথবা বিধবা মহিলাও নিজের পূর্বের ঘরের সন্তানকে তার সত্যিকার পিতার ব্যাপারে না জানিয়ে আখিরাত ধ্বংসের পথ তৈরী করবেন না। সাধারণত কথাবার্তায় কাউকে আব্বাজান বলে দিলে কোন সমস্যা নেই। এটা তখনই হবে যখন সবাই এ ব্যাপারে জানবে যে, এখানে রক্তের সম্পর্ক উদ্দেশ্য নয়। জ্বী হ্যাঁ! যদি এমন আব্বাজানকে কেউ আপন পিতা বলে প্রকাশ করে, তবে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের ভাগিদার হবে।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "বর্তমানে অসংখ্য লোক নিজেকে সিদ্দিকি, ফারুকী, ওসমানী ও সৈয়দ বলে থাকে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা এমন কাজ করে কত বড় গুনাহের সাগরে পতিত হচ্ছে, দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** তাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুক এবং এই হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ থেকে তাদেরকে তাওবা করার তৌফিক দান করুক।" (আমীন) **(জাহান্নাম কে খতরাত, ১৮২ পৃষ্ঠা) (পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ৩১১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কৌতুক করে মিথ্যা বলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মিথ্যা আমাদের সমাজে একটি ভাইরাসের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কোন বৈঠক নেই যা মিথ্যা থেকে নিরাপদ, বিশেষকরে কৌতুক করে মিথ্যা বলা তো সাধারণ ব্যাপার, খোশগল্পের আসর আর একে সুন্দর করার জন্য মিথ্যা কৌতুক, মিথ্যা কাহিনী এবং মিথ্যা গল্প শুনিয়ে মানুষকে হাঁসানো। অনুরূপভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গুজব ছড়ানো, স্যোশাল মিডিয়ার **(Social Media)** মাধ্যমে কারো নামে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দেয়াকে তো মন্দই মনে করা হচ্ছে না। অথচ এসকল বিষয়ে শয়তান সন্তুষ্ট এবং নিজের আখিরাত ধ্বংস নিহিত। মিথ্যার প্রচলিত অবস্থার মধ্যে এটাও একটি বিপদজনক অবস্থা হলো কোর্টে (আদালতে) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। মিথ্যার এই অবস্থা অর্থাৎ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া সবচেয়ে বিপদজনক। কেননা, এতে মানুষের

হক এবং সম্মান ও সম্ভ্রমে ক্ষতি সাধিত হয় এবং এতে সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, **আল্লাহ তায়ালার** সাথে শিরকের সমান। (সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুশ শাহাদাত, ৪/১৩৩) অনুরূপভাবে মিথ্যা শপথ করাও খুবই মন্দ স্বভাব, আফসোস! আমাদের সমাজে মিথ্যা শপথ সমূহ করে উন্নতি করাকে বড় কৃতিত্ব বলে মনে করা হয় এবং যে মিথ্যা আশ্রয় না নিয়ে সর্বদা সত্য বলায় অভ্যস্ত, তাকে বোকা, নির্বোধ এবং অপরিনত মনে করা হয়। আর সত্যকে উন্নতির পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচনা করা হয়। সম্ভবত এই কারণেই অনেক সময় মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা শপথ করতেও দ্বিধা করে না। অথচ এটাও কবীরা গুনাহ। আসুন! মিথ্যা শপথ করা সম্পর্কে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালার** সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, কোন প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযুর, ৪/২৯৫, হাদীস নং- ৬৬৭৫)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে তার শপথের মাধ্যেমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর জাহান্নামকে ওয়াজিব এবং জান্নাতকে হারাম করে দিলো। সাহাবায়ে কিরামগণ (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি তা সামান্য জিনিষ হয় তবে? ইরশাদ করলেন: যদিওবা লুবানবাতি হোক না কেন। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৩৭, ৮২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিথ্যা শপথ করে অপরের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের জন্য জাহান্নামে প্রবেশের সতর্কতা শুনালেন। বর্ণনাকৃত অবস্থা ছাড়াও আরো অনেকভাবে মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। যেমন; মিথ্যা প্রশংসা করা, মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা, মিথ্যা ওকালতি করা, মিথ্যা ওয়াদা করা, মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা এবং ১লা এপ্রিলে মিথ্যা বলে এপ্রিল ফুল বানানো ইত্যাদি, মোটকথা! অসংখ্য অবস্থায় মিথ্যা একটি পুরোনো

ক্ষতের ন্যায় আমাদের সমাজে প্রসারিত হচ্ছে। মিথ্যা এবং এর মতো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগসমূহ থেকে বাঁচার জন্য আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, মুখকে অপ্রয়োজনিয় কথাবার্তা থেকে বাঁচানোর জন্য মুখের নিরাপত্ত বিধান করুন, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন, মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং আশিকানে রাসূলের সাথে মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! মিথ্যা নাজায়িয ও গুনাহ, কিন্তু এমন কিছু অবস্থা রয়েছে যে, যেখানে কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে শরীয়ত মিথ্যা বলার অনুমতিও দিয়েছে এবং এতে গুনাহ নেই, তবে যে ভাল উদ্দেশ্য সত্য বলেও অর্জন করা যায় আর মিথ্যা বলেও, তবে তা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলা হারাম, যদি ভাল কোন উদ্দেশ্য মিথ্যা বলে অর্জন করতে পারবে এবং সত্য বললে অর্জিত হবে না, তবে তখন কিছু কিছু অবস্থায় মিথ্যা বলাও জায়িয বরং ওয়াজিব হয়ে যায়, যেমন; (১) কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে অত্যাচারি শাসক হত্যা করতে চায় বা কষ্ট দিতে চায় এবং সে তার ভয়ে লুকিয়ে আছে, অত্যাচারি ব্যক্তি কাউকে জিজ্ঞাসা করলো যে, সে কোথায়? সে যদিওবা জানে, তবুও বলতে পারবে যে, আমি জানিনা। (২) বা কারো আমানত তার নিকট আছে, কেউ তা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলো যে, আমানত কোথায়? সে অস্বীকার করতে পারবে যে, আমার নিকট কারো আমানত নেই। (দুররে মুখতার, ৯/৭০৫) (৩) অনুরূপভাবে দু'জন মুসলমানের মাঝে বিবাদ রয়েছে এবং সে তাদের উভয়ের মাঝে সন্ধি করতে চায়, তবে একজনের সামনে এরূপ বললো যে, সে তোমার সম্পর্কে ভাল ধারনা রাখে, তোমার প্রশংসা করে বা সে তোমাকে সালাম দিয়েছে এবং আরেক জনের নিকটও এই ধরনের কথা বলে, যেনো উভয়ের শত্রুতা কমে যায় এবং সমজোতা হয়ে যায়। (৪) অনুরূপভাবে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য কোন স্বভাব বিরুদ্ধ কথা বলে দেয়া (তবে এটাও মিথ্যা নয়)।

(ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ী পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১৬৩ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে পাগড়ী বাঁধার মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি মাদানী ফুল লক্ষ্য করি: (১) "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) থেকে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুওরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩) ✯ "পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।" (কানযুল উম্মাল, ১৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, নং- ৪১১৩৮) ✯ পাগড়ীর শিম্‌লার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল এবং সর্বাধিক (পিঠের আধাআধি পর্যন্ত) অর্থাৎ প্রায় এক হাত। মাঝখানের আঙ্গুলের আগা থেকে কুনুই পর্যন্ত পরিমাপকে এক হাত বলা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা) ✯ কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পাগড়ী বাঁধবেন। (কাশফুল ইলতিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✯ পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেন গম্বুজের মত হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

পাগড়ী পরিধান করা সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)